



163627 - কোন আচরণ বা কথা ইসলামকে নিয়ে বদ্বিরূপে পর্যায়ে গণ্য হবে এ সংক্রান্ত মূলনীতি

প্রশ্ন

আমরা কভাবে ইসলাম নিয়ে বদ্বিরূপ করা আচরণ ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করব? কোন ব্যক্তি যদি এ ধরনের কোন কিছু শুনতে কথিবা দেখে; কিন্তু প্রতবাদ করতে না পরে হাসে এর হুকুম কি? কখনো কখনো আমার সামনে এমন কিছু ঘটবে অথবা আমার মনে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু উদয় হয় যাত আমার হাসি আসে। কিন্তু পরক্ষণই আমি সচেতন হয়ে যাই যে, আমার হাসাটা উচিত হয়নি। আমার এ হাসাটা কি ইসলামকে বদ্বিরূপ করার পর্যায়ে পড়বে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইসলাম নিয়ে বদ্বিরূপ করা কবরি গুনাহ এবং আল্লাহর সীমারখোর লঙ্ঘন। এটি কুফরের গর্ত; যে গর্তে না জনে না বুঝে অনেকে জাহলে ও মূর্খ লোক পড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “মুনাফকেরা এ ভয়ে থাকে যে, না জানি তাদের সম্পর্কে এমন এক সূরা নাযলি হয় যা ওদের অন্তরে গঢ়েপন বিষয় ব্যক্ত করে দাবে। বলুন, তোমরা বদ্বিরূপ করতে থাক; তোমরা যে ভয় করছ নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রকাশ করে দাবে। আর আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে অবশ্যই তারা বলবে, ‘আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খলে-তামাশা করছিলাম’। বলুন, ‘তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বদ্বিরূপ করছলি? তোমরা ওজর পশে করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করছে। আমরা তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেবে; কারণ তারা অপরাধী। [সূরা তাওবা, আয়াত: ৬৪-৬৬]

ইমাম ইবনে হাজম আল-যাহরী বলেন:

প্রত্যক্ষ দলিলে ভিত্তিতে বশিদ্ধভাবে সাব্যস্ত: যে ব্যক্তির নিকট দলিল পৌঁছার পরও সে ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহকে কথিবা কোন ফরেশেতাকে কথিবা কোন নবীকে কথিবা কুরআনের কোন আয়াতকে কথিবা ইসলামের কোন একটা ফরজ বিধানকে বদ্বিরূপ করে সে ব্যক্তি কাফরে। [আল-ফাসল ফলি মলিল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নহিল (৩/১৪২)]

শাইখ সুলাইমান আল-শাইখ বলেন:

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে, কথিবা আল্লাহর কতিবের সাথে কথিবা তাঁর রাসূলের সাথে, কথিবা তাঁর ধর্মের সাথে বদ্বিরূপ করে:



সকল আলমেরে ইজমার ভিত্তিতে সবে কাফরে। যদিও সবে এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বদ্বিরূপ করা উদ্দেশ্য না করে থাকুক।[তাইসীরুল আযযিলি হামদি, পৃষ্ঠা-৬১৭]

দুই:

ইসলামকে বদ্বিরূপ করা এমন সব কথা ও কাজকে শামলি করবে; যবে কথা ও কাজ ইসলামের উপর দোষারোপ করে, ইসলামের মর্যাদা ক্షুণ্ণ করে কথিবা সম্মানহানি করে।

আবু হামদে আল-গাজালী বলেন:

উপহাস মানবে- মর্যাদা ক্షুণ্ণ করা, হয়ে প্রতপিন্ন করা, দোষত্রুটি ও অপূর্ণতাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাত হেসাি পায়। কখনো কখনো কোন কথা ও কাজকে অভিনয় করে দেখোনের মাধ্যমেও এটি হতে পারে; কখনো কখনো ইশারা-ইঙ্গতিও হতে পারে।[ইহইয়াউ উলুমুদ্দনি, (৩/১৩১)]

তাই, কোন জনগোষ্ঠীর নজিস্ব ভাষাতে কথিবা প্রচলতি প্রথাতে যসেব কথা ও কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে, কুরআন ও সুন্নাহর কথিবা ইসলামের কোন একটি নরিদশনের অমর্যাদা ও অসম্মান নরিদশে করে সটেই ইসলাম থেকে খারজি করে দিয়ে এমন উপহাস।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ‘আল-সারমে আল-মাসলুল’ গ্রন্থে (৫৪১) বলেন:

ভাষা অনুযায়ী কথিবা ইসলামী শরয়িতে গালরি কোন বধিবিদ্ধ সংজ্ঞা নহে। এটি মানুষের প্রচলতি প্রথার উপর নরিভর করবে। সুতরাং মানুষ যটোকে নবীর প্রতি গালি হিসেবে সাব্যস্ত করে সটোর উপর সাহাবাযে করোম ও আলমেদের উদ্ভূত হুকুমকে জারী করা হবে; আর মানুষের প্রচলনে যটে গালি নয়; সটোর ক্షত্রে এ হুকুম দয়ো হবে না।[সমাপ্ত]

তনি:

আর যদি কোন কথা বা কাজ মানহানকির, অমর্যাদাকর ও ব্যঙ্গাত্মক না হয় তাহলে সটো ইসলাম থেকে খারজিকারী বদ্বিরূপ নয়।

হতে পারে কোন কোন বদ্বিরূপ পাপরে পর্যায়ে পড়ে; কুফরের পর্যায়ে নয়। যমেন- ব্যক্তিগিতভাবে কোন মুসলমানকে বদ্বিরূপ করা। তবে যদি কোন মুসলমানের দ্বীনদাররি কারণে কথিবা তার সুন্নতি পোশাকরে কারণে তার সাথে বদ্বিরূপ করা হয় তাহলে সটো মহা বপিদ। হতে পারে সটেই কখনো কখনো কুফরের পর্যায়ে পড়বে; আল্লাহ আমাদরেককে আশ্রয় দনি।

চার:



যদি কোন মুসলমান ইসলামকে নিয়ে কাউকে উপহাস করতে শুনবে কথিবা দেখে তাহলে তার আবশ্যকীয় কর্তব্য হচ্ছে এ কথা ও কাজকারীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা। যদি সে ব্যক্তি এতে সাড়া না দিয়ে তাহলে মুসলমানের উচিত সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন: “কতিবে তোমাদের প্রতি তিনি তো নাযলি করছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসো না, নয়তো তোমরাও তাদের মত হবে। মুনাফকি এবং কাফরে সবাইকে আল্লাহ্ তাও জাহান্নামে একত্র করবেন”। [সূরা নসিা, আয়াত: ১৪০]

পক্ষান্তরে এ ধরনের কথা শুনবে মুচকি হাসা কথিবা সাধারণভাবে হাসা একই পাপে অংশ গ্রহণ করার শামলি; যদি এ হাসাটা উক্ত কথার প্রতি সন্তুষ্টমূলক হয়ে থাকে। যহেতু আল্লাহ তাআলা বলছেন: “তা করলে তোমরাও তাদের মতই”। আর যদি সন্তুষ্টমূলক না হয় তারপরেও এটি মহাপাপ; যা প্রমাণ করে যে, এ ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব অনুপস্থিতি।

মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- আল্লাহর দ্বীনকে নরিদশনাবলকি সম্মান করা, মর্যাদা দয়ো ও বড় করে দেখো। আল্লাহ তাআলা বলেন: “এটাই আল্লাহর বধিান এবং কটে আল্লাহর নরিদশনাবলীকে সম্মান করলে এ তো তার হৃদয়ে তাকওয়াপ্রসূত”। [সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩২]

আল্লাম সাদী বলেন:

দ্বীনদাররি মূলভিত্তি আল্লাহকে, আল্লাহর দ্বীনকে ও তাঁর রাসূলগণকে সম্মান করার উপর নরিভরশীল। আর এর কোনটকি বিদ্রূপ করা এ মূলভিত্তির সাথে সাংঘর্ষকি ও এর চরম বরিণেধী। [তাইসীরুল কারমিরি রহমান (পৃষ্ঠা-৩৪২) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জাননে।